জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০২০

কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)
গ্রন্থাগার শাখা
বাকৃবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২

জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০২০

কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭
১০ জুন ২০২০

বাণী

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি বিবেচনায় নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার বিদ্যমান 'নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি, ১৯৯৬' কে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে অধিকতর পরিমার্জন, সংশোধন ও সংযোজনপূর্বক 'জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি, ২০২০' প্রণয়ন করেছে। কৃষি শিক্ষা, গবেষণা, বিপণন ও সম্প্রসারণ সেবার সঙ্গে তথ্য-প্রযুক্তির সম্পৃক্তকরণ, অংশীজনসহ কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তাদের পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে চাহিদাভিত্তিক গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণ এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে এ নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষির গুরুত্ব অনুধাবন করে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের কৃষি সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করার কার্যক্রম গ্রহণ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন কৃষিতে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও এগুলোর বিস্তার ঘটানো ছাড়া এক্ষেত্রে সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই তিনি জাতীয় গবেষণা সিস্টেমের অধীন কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ সেবার পরিসর বৃদ্ধিসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করেন।

জাতির পিতার সুদূরপ্রসারী চিন্তাপ্রসূত কার্যক্রমের ফলে কৃষিতে আজ প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম জাতি গঠনে জাতির পিতার প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় বাংলাদেশের সংবিধানে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, জনস্বাস্থ্য পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নকে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার নানাবিধ প্রয়োজনে কৃষিজমির অকৃষি কাজে ব্যবহার বৃদ্ধি পেলেও খাদ্য উৎপাদন আজ অনেকগুণ বেড়েছে। দানাদার শস্যে দেশ আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ। আলু উৎপাদনে আমরা উদ্বৃত্ত। গম, ভূট্টা, শাক-সবজি এবং ফলমূল উৎপাদনেও আমাদের সাফল্য ঈর্ষণীয়। আমাদের সরকার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষতার উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কৃষি প্রযুক্তির উদ্ভাবন, কৃষি উপকরণে সহায়তাসহ কৃষি যান্ত্রিকীকরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রযুক্তির দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে এমন অভাবনীয় অর্জণ সম্ভব হয়েছে।

বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকা কৃষির সঙ্গে জড়িত। মোট দেশজ উৎপাদন তথা জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান ১৪.২৩ শতাংশ। কৃষি খাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ইতোপূর্বে দেশে কোনো কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ছিল না। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালে দ্বিতীয়বার সরকার গঠনের পর আমরাই সর্বপ্রথম 'নতুন কৃষি সম্প্রারণ নীতি, ১৯৯৬' প্রণয়ন করি। এ নীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে কৃষিতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয় এবং দেশ অতীতের খাদ্য ঘাটতি মোকাবেলা করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। কৃষিতে সুপরিকল্পিতভাবে প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অর্জনের জন্য আমাদের সরকারের গৃহীত পূর্বের নীতিমালাকে সুনির্দিষ্টভাবে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। কৃষির সাথে সম্পর্কযুক্ত সরকারের বিভিন্ন নীতি ও কৌশলসমূহ বিবেচনায় নিয়ে এ নীতির মূল লক্ষ্য হলো পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ, টেকসই, বহুমূখী ও লাভজনক কৃষি। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রযুক্তি উদ্ভাবন, প্রচার, প্রসার ও ব্যবহারিক প্রয়োগে মিডিয়াসহ প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বিত প্রচেষ্টা ও বহুমূখী সমবায়ভিত্তিক চাষ পদ্ধতিকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদাপূরণ, ঘাত-সহিষ্ণু বিভিন্ন ফসলের জাত ও চাষাবাদ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ, ভ্যালু চেইন সৃষ্টি, নিরাপদ ও পরিবেশ সহায়ক লাভজনক ফসল উৎপাদন, মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা, উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য প্রদানে বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজ নিজ দপ্তরের নির্দেশনার আলোকে কাজ করে যাচ্ছে। তবে এ সকল কর্মকাণ্ডের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়সাধন ও দ্বৈততা পরিহার করা প্রয়োজন, যাতে কাঙ্খিত উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

আমি বিশ্বাস করি 'জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি, ২০২০' যথাযথভাবে অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান সমন্বিতভাবে কাজ করলে কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে এ নীতিটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

আমি 'জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি, ২০২০' এর সফল বাস্তবায়ন প্রত্যাশা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর লালিত স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্রের মানসকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরই হাত ধরে বাংলাদেশ এখন স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ করে উন্নয়নশীল দেশের দ্বারপ্রান্তে। বেশীর ভাগ উন্নয়ন সূচকে প্রতিবেশী দেশসমূহ থেকে এগিয়ে থাকা বাংলাদেশ এখন সারা বিশ্বে উন্নয়নে রোল মডেল। বিশেষ করে কৃষি ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য বিশ্ববাসীর কাছে বিস্ময়। কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়নকে আরও ত্বরান্বিত করার জন্য কৃষির সকল অনুসঙ্গকে সমভাবে ও সমন্বিতভাবে কাজ করার গুরুত্ব দিয়ে অংশীজনদের সকলকে একই ছাতার নিচে এনে সুপরিকল্পিতভাবে কর্মসূচি সম্পাদনের জন্য তৈরী করা হয়েছে "জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি- ২০২০"।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বিগত এক দশকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার কৃষি উন্নয়নে নানা ধরনের কৃষিবান্ধব নীতি ও বাস্তবমূখী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এ মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি বিজ্ঞানীগণ নিরলস কাজ করে উচ্চফলনশীল, খরাসহিষ্ণু/লবণাক্ততা সহিষ্ণু স্বল্পকালীন আহরণযোগ্য ফসলের জাত উদ্ভাবন করেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কৃষি পুনর্বাসন ও কৃষি প্রণোদনা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণসহ অন্যান্য উপকরণে সরকারি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে এসবের ব্যবহার জনপ্রিয়করণ, শস্য বহুমূখীকরণ ও ফসলের নিবিরতা বৃদ্ধি, উৎপাদিত কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ ও মূল্য সংযোজন উন্নয়ন এবং ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে নানামূখী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ আজ দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

বর্তমানে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কৃষিখাতে অর্জিত সাফল্যকে ধরে রেখে কৃষিকে লাভজনক করা এবং আগামী দিনের চাহিদাকে বিবেচনায় নিয়ে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা এবং জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এখন লক্ষ্য হলো বাণিজ্যিক কৃষিতে উত্তরণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন। আর এ লক্ষ্য অর্জনের সুদৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে কৃষি মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় 'জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি-২০২০' প্রণয়ন একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক।

'জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি-২০২০' প্রণয়নে যারা নিরলসভাবে শ্রম ও মেধা দিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এ নীতিটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে কৃষিতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। পুষ্টিসমৃদ্ধ ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে অর্জিত হবে ' টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০' সহ স্বল্প সময়ের মাঝে উচ্চ-মধ্যম-আয়ের দেশে উত্তরণের জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা। উন্নয়নের এই পথ ধরে ২০৪১ সালের মধ্যে প্রিয় দেশ রূপান্তরিত হবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সুখি সমৃদ্ধ সত্যিকারের সোনার বাংলাদেশে।

আমি'জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি-২০২০' এর সফল বাস্তবায়ন কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি)

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়

মুখবন্ধ

ক্ষুধামুক্ত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের মুক্তি সংগ্রামের স্বপ্ন রচনা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় লড়াই সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু সবুজ বিপ্লবের ডাক দেন। অধিক খাদ্য উৎপাদন করে দেশের সকল মানুষের খাবার জোগান দেওয়ার লক্ষ্যে সকল প্রকার কর্মসূচি গ্রহণ করেন। প্রযুক্তি নির্ভর কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার সূচনা করে তিনি কৃষির প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের মাধ্যমে গতিশীল উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

বৈশ্বিক পরিবর্তনের সাথে সাথে বিগত কয়েক দশকে এদেশের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর কৃষির প্রতি মনোযোগ এবং উন্নয়ন প্রয়াসের ধারাবাহিকতায় সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে দেশ আজ দানাদার ফসলসহ ফলমূল, শাক-সবজি উৎপাদনে যথেষ্ট সাফল্য অর্জণ করেছে। তাছাড়া অন্যান্য ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বল্প জীবন কালের ফসলসহ জলবায়ু পরিবর্তনের ঘাত সহিষ্ণু ফসলের প্রবর্তন করা হয়েছে। এসব সাফল্যের মূলে রয়েছে কৃষি প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ এবং মাঠ পর্যায়ে কৃষকের স্বতঃস্ফুত অংশগ্রহণ।

কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় দক্ষ সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে গুরুত্ব দিয়ে সর্বপ্রথম ১৯৯৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার কর্তৃক প্রথমবারের মতো 'নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি, ১৯৯৬' প্রণয়ন করা হয়। এ নীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে কৃষিতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয় এবং দেশ অতীতের খাদ্য ঘাটতি মোকাবেলা করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে।

কৃষি কর্মকান্ডে কৃষক ছাড়াও কৃষি উদ্যোক্তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ আজ পরিলক্ষিত হচ্ছে। ভোক্তাদের বহুমূখী খাদ্য চাহিদার দিক লক্ষ্য রেখে ফসল ধারার পরিবর্তন হচ্ছে। সেই সাথে নিরাপদ ও পুষ্টি সমৃদ্ধ কৃষি উৎপাদনের দিকে মনোযোগ ধাবিত হচ্ছে। শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত যুব সমাজ কৃষির বহুমূখী কর্মকান্ড যেমন-কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, নুতন নুতন উচ্চ মূল্য ফসলের চাষাবাদ, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি কর্মকান্ডে নিয়োজিত হয়ে স্বাবলম্বী হচ্ছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রমের বহুমূখীকরণ এবং আধুনিকীকরণ আজ সময়ের দাবী। সেসব দিক বিবেচনায় "জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি, ২০২০" তে কৃষি সম্প্রসারণ সেবা কার্যক্রম বহুমূখী করা হয়েছে। এতে কৃষক ছাড়াও উদ্যোক্তাদের যথাসময়ে কৃষি সম্পর্কিত নানামূখী সেবা প্রদান করার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বহুমূখী কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণের সংগে নিয়োজিত সংস্থার সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে নীতিমালায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ ও সহযোগিতার মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে গবেষণা ও সম্প্রসারণের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগের বিষয় আলোকপাত করা হয়েছে। নীতিমালায় ডিজিটাল প্রযুক্তির অধিক ব্যবহারের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে সম্প্রসারণ কর্মকান্ড গতিশীল করার বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় আঞ্চলিক কৃষি পরিবেশের প্রভাব দৃশ্যমান। সে কারণে সরকার গৃহীত ডেল্টা প্ল্যান- ২১০০ এর আলোকে দেশের ৬টি হটস্পট যথা: উপকূলীয় অঞ্চল, বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ অঞ্চল, হাওর ও আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল, নদী ও মোহনা এবং নগর অঞ্চলের কৃষির ভিন্নতা বিবেচনায় নিয়ে এ নীতিতে এলাকাভিত্তিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

''জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি, ২০২০" প্রণয়নে কৃষি মন্ত্রণালয় ছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর/সংস্থা, কৃষক, জনপ্রতিনিধি, কৃষি বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণবিদ ও কর্মী, পেশাজীবী সংগঠন, এনজিও এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সুচিন্তিত মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

এ নীতিটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে এদেশের কৃষিখাত আরো সমৃদ্ধশালী হবে এবং খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও বিশাল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

(মোঃ নাসিরুজ্জামান)

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১।	ভূমিকা	১-৩
০২।	কৃষি (ফসল) খাতের মূল প্রতিবন্ধকতা	৩-৬
০৩।	মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৬-৭
০৪।	কৃষি সম্প্রসারণের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য	৮-১২
০৫।	কৌশলগত সম্প্রসারণ পরিকল্পনা	১২-২০
০৬।	উপসংহার	২১

জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি, ২০২০

০১. ভূমিকা

১.১ কৃষি খাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য সর্বপ্রথম ১৯৯৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার কর্তৃক প্রথমবারের মতো 'নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ১৯৯৬' প্রণয়ন করা হয়। এ নীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে কৃষিতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয় এবং দেশ অতীতের খাদ্য ঘাটতি মোকাবিলা করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। 'নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ১৯৯৬' বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ সেবা জোরদারকরণে গতিশীলতা আসে। এ নীতি প্রণয়নের পর প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন (টিএণ্ডভি) পদ্ধতির স্থলে বিকেন্দ্রীভূত, চাহিদা ও কৃষক সংগঠনভিত্তিক সম্প্রসারণ সেবা পদ্ধতি প্রবর্তন এবং ফসল খাতে নানামুখী উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করায় কৃষি উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। একই ধারাবাহিকতায় পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিশেষত জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবিলা, খাদ্যপণ্য গ্রহণে বহুমুখী চাহিদা ও এ চাহিদার জোগান এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই কৃষি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি প্রণয়ন একান্ত অপরিহার্য।

১.২ বাংলাদেশের অর্থনীতির মূলে রয়েছে কৃষি। জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষি খাতের অবদান প্রায় ১৩.৬ শতাংশ। এদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮৫ শতাংশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কৃষি খাত থেকে দেশের প্রায় ১৭ কোটি মানুষের খাদ্যের যোগান আসে। তাছাড়া, প্রতি বছর প্রায় ২.২ মিলিয়ন নতুন মুখের জন্য ৩ লাখ টন অতিরিক্ত খাদ্যের যোগান এ খাত থেকেই মেটাতে হয়। কৃষিভিত্তিক শিল্পের কাঁচামালও কৃষি খাতই সরবরাহ করে থাকে।

১.৩ জাতিসংঘ প্রণীত ১৭ টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা অন্যতম। সুষম খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষি খাতের সাথে সম্পর্কিত। বর্তমান সরকার কর্তৃক কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে নানাবিধ উপায়ে খাদ্য নিরাপত্তা বিধানের সাথে সাথে পুষ্টিমান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। দেশে প্রতি বছর ক্রমবর্ধমান হারে কৃষি জমি হ্রাস পেলেও গত তিন দশকে ধান, আলু, ফল, সবজি ও ভুট্টার উৎপাদন বহুলাংশে বেড়েছে। অন্যদিকে মানুষের আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে ডাল, তেলবীজ ও মসলার চাহিদা বাড়ছে, যা অধিক আমদানি করে চাহিদা মেটানো হচ্ছে। তবে উন্নত জাত ও চাষাবাদ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে এসকল ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সফলতা অর্জনে গুণগত মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণের যথাযথ ব্যবহার, বিশেষ করে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার যথেষ্ট অবদান রেখেছে, যা অধিকতর শক্তিশালীকরণ প্রয়োজন। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী অধ্যুষিত কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় কৃষিকে লাভজনক পেশা হিসেবে গড়ে তোলা এবং উন্নত পুষ্টিমানসম্পন্ন নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তাসহ এসডিজি-২০৩০ অর্জনে অনেকগুলো বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে, যার মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নানারকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ অন্যতম। এ সকল দুরূহ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সকল অংশীজনদের সুদৃঢ় ভূমিকা ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যুগোপযোগী নীতিমালা ও পরিকল্পনা গ্রহণ জরুরি।

১.৪ জনগণের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সুস্থ জাতি গঠনে নিরাপদ ও পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্য উৎপাদনের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই ফসল উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায় বালাইনাশক ও অন্যান্য রাসায়নিক এর বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার এবং শস্য বহুমুখীকরণ সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া, কৃষিতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিসহ শিক্ষিত ও তারুণ্যদীপ্ত কৃষিভিত্তিক নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হওয়ায় কৃষি ক্রমশ বাণিজ্যিকীকরণের দিকে ধাবিত হচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের পরিধি বহুমুখী করা এবং এসব বহুমুখী কর্মকাণ্ডকে সম্প্রসারণের মূলধারায় আনার লক্ষ্যে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানসমূহের আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তৃণমূল পর্যায়ের কর্মকর্তা ছাড়াও সারা দেশে বেসরকারি পর্যায়ে কৃষি উপকরণ ডিলার, এনজিও, কৃষি সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম রয়েছে। এসকল জনবলকে মূলধারায় এনে কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এ অবস্থায় কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে বহুমুখী করার লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ নীতি আরো গতিশীল ও যুগোপযোগী করা প্রয়োজন।

১.৫ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তাপমাত্রার উচ্চ তারতম্য, খরা, ঝড়, বন্যা, জলমগ্নতা, লবণাক্ততা ইত্যাদি এখন দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার সংগে জড়িয়ে আছে। এর প্রভাবে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা, বরেন্দ্র, পার্বত্য, হাওর, চর, নদী ও মোহনা বিধৌত অঞ্চল, এবং শহরাঞ্চলের কৃষি ক্রমশঃ ঝুঁকিপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হয়ে পড়েছে। তাই এসব এলাকায় চাহিদা অনুযায়ী বিশেষায়িত সম্প্রসারণ সেবা পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তবে আশার বিষয়, ইতোমধ্যে গবেষণার মাধ্যমে স্বল্পজীবনকাল, লবণাক্ততা, জলমগ্নতা, তাপ এবং জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে, যা মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের ফলে কৃষিতে দৃশ্যমান অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এমতাবস্থায়, কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাবের গতি প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করে তার প্রতিকারে করণীয় সম্পর্কে কর্মকৌশল এবং এ সম্পর্কে অধিকতর অংশগ্রহণমূলক গবেষণা, গবেষণা উদ্ভূত প্রযুক্তি ও জ্ঞান দ্রুত সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা কৃষি সম্প্রসারণ নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

১.৬ ই-কৃষির ব্যবহার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইদানিং ই-মেইলে পত্র আদান-প্রদান, ই-ফাইলিং, কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন তথ্যের সমাহার ঘটিয়ে কৃষি বাতায়ন, কৃষকের জানালা, কৃষি কল সেন্টার ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট প্রযুক্তির অনলাইন ও অফলাইন অ্যাপস, ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে কৃষকদের সাথে তথ্য আদান-প্রদান, কৃষকদের সাথে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আন্ত:যোগাযোগ এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিয়মিত কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রিন্ট মিডিয়ায়ও কৃষি বিষয়ক সফলতার ব্যাপ্তি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হচ্ছে। তাছাড়া, অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তির বিভিন্ন উপাদান, যেমন-কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, আইওটি (Internet of Things), স্যাটেলাইট ইত্যাদির ব্যবহার কৃষিক্ষেত্রে জনপ্রিয় হতে শুরু করেছে।

১.৭ সামগ্রিক অর্থনীতিতে কৃষি ব্যবসা একটি বহুমাত্রিক খাত হিসেবে উন্নয়নের অভিযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের কৃষি ব্যবসার পরিসর বৃহৎ, যেখানে ক্ষুদ্র ব্যবসায় উদ্যাগ যেমন দেখা যায় তেমনি কৃষি শিল্পের কাঁচামাল যোগানের উৎস হিসেবেও এ খাত কাজ করছে বিধায় এটি কর্মসংস্থানের একটি উল্লেখযোগ্য উৎস। বিদেশ থেকে বিভিন্ন খাদ্য পণ্য, কৃষি উপকরণ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আমদানির পাশাপাশি এদেশ থেকে কৃষিপণ্য রপ্তানি হচ্ছে। কৃষিজাত পণ্য যেমন- ফুল, ফল, শাক সবজি, প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে কৃষির নতুন সম্ভাবনার দ্বার ক্রমশ উন্মোচিত হচ্ছে। কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়নে ফসল বহুমুখীকরণ, চুক্তিবদ্ধ খামার পদ্ধতি ও বাজার সংযোগ সৃষ্টির প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। অবকাঠামো তৈরি করে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের মূল্য সংযোজনসহ উন্নত বিপণনের ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

১.৮ সময়ের চাহিদায় জীবিকা নির্ভর কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও এলাকা বিশেষে আবহাওয়ার প্রতিকূলতা মোকাবেলায় লাগসই ও টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্য সংযোজন ধারা (Value chain) ব্যবস্থাপনায় আশানুরূপ অগ্রগতির সুযোগ রয়েছে। তাই এসব বিষয়সহ সরকারের বিদ্যমান কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতি যেমন-জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫, জাতীয় জৈব কৃষি নীতি ২০১৬, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-২০৩০, জাতীয় খাদ্য আইন ২০১৩, আইসিটি নীতি ২০১৫, ই-কৃষি ভিশন ২০২৫, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-২০১৬—২০২০, সমন্বিত ক্ষুদ্র সেচ নীতি ২০১৭, ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১৮, কৃষি সম্প্রসারণ ম্যানুয়াল ২০১৬, নার্সারী গাইডলাইনস ২০০৮ ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে 'নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ১৯৯৬' হালনাগাদ করে 'জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি-২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.৯ 'জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি-২০২০' এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে কৃষি খাতের বিকাশমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে কৌশলগত উপাদানসমূহ ব্যবহার করে সম্প্রসারণ ব্যবস্থা জোরদার করা হবে। তাই এ নীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন আবশ্যক হবে। এ লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে সুনির্দিষ্ট বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

০২. কৃষি (ফসল) খাতের মূল প্রতিবন্ধকতা

কৌশলগতভাবে চলমান কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার নিম্নোক্ত প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করে কৃষি খাতের উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে 'জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি-২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে।

২.১ জমির ওপর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ : বর্ধিত জনসংখ্যার নানাবিধ প্রয়োজনে কৃষি জমির অকৃষি কাজে ব্যবহার প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। ফলে মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ক্রমাগত কমে যাচ্ছে।

৫—

২.২ ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্রকৃষকের সংখ্যাধিক্য : দেশে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ার কারণে খামার আয়তন অনুযায়ী ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষির সংখ্যাই বেশি। জমির বিভাজন ও মালিকানা কৃষিতে স্থায়িত্বশীল বিনিয়োগ প্রক্রিয়া ও কার্যকর ভূমি ব্যবহারে একটি বড় বাধা হিসেবে কাজ করে।

২.৩ মাটির স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি : ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি, উচ্চফলনশীল জাতের আবাদ ও কৃষিতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে শস্যাবর্তন যথাযথ অনুসৃত না হওয়া; মাটির পুষ্টি উপাদানে নিম্নমাত্রা, জৈব পদার্থের ঘাটতি, সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার না করা, বালাইনাশকের অপরিমিত ব্যবহার, বন্যা ও খরার প্রাদুর্ভাব, ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে জমির উপরিভাগের উর্বর মাটি ধুয়ে গিয়ে জমি অনুর্বর হওয়া ও খাল-নদীর তলদেশ ভরে গিয়ে পানির প্রবাহ হ্রাস পাওয়া, ফসলী জমির উপরিস্তরের উর্বর মাটি অপসারণ ও অকৃষি কাজে ব্যবহার, কৃষি জমির উপর দিয়ে শিল্পজাত ও নগর বর্জ্যের নির্গমন, নদ-নদীর পানির দূষণ, ভূগর্ভস্থ সেচের পানিতে আর্সেনিকসহ বিভিন্ন ক্ষতিকর উপাদানের উপস্থিতি ইত্যাদি ক্রমাগতভাবে মাটির স্বাস্থ্যের সার্বিক অবনমন ঘটাচ্ছে।

২.৪ সেচ পানির অপ্রতুলতা ও অদক্ষ ব্যবস্থাপনা : সেচ পানির অদক্ষ ব্যবহার এবং অপরিকল্পিতভাবে উত্তোলনের কারণে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমাগতভাবে নিচে নেমে যাচ্ছে। কোথাও কোথাও খাবার পানির দুষ্প্রাপ্যতাও দেখা দিচ্ছে। অন্যদিকে নদী ও জলাশয় ভরাট এবং মৌসুমি অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের ফলে ভূগর্ভস্থ জলাধার পুনর্ভরণে ও ভূপৃষ্ঠস্থ সেচ পানি প্রাপ্তিতে অপ্রতুলতা দেখা দিচ্ছে।

২.৫ দানাদার ফসল উৎপাদনে অধিকতর গুরুত্ব : খাদ্যাভ্যাসের কারণে এবং পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়াসে দানাদার ফসল চাষাবাদে এ দেশের কৃষকের আগ্রহ অধিক। একারণে ফসল উৎপাদন বহুমুখীকরণ এবং হাইব্রিড সবজি ও ফলসহ উচ্চমূল্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অগ্রগতি সীমিত।

২.৬ কৃষির ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব : জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আকস্মিক অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অনিয়মিত বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, উপকুলীয় অঞ্চলে ঘন ঘন ঝড় ও জলোচ্ছাস, হাওর এলাকায় আগাম বন্যা, উচ্চ বা নিম্ন তাপমাত্রাজনিত ঘাতসহ নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রায় প্রতি বছরই আঘাত হেনে কৃষিকে বিপর্যস্ত করে তুলছে এবং কৃষিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

২.৭ পরিমিত মাত্রায় মানসম্মত উপকরণ ব্যবহারে সচেতনতার অভাব : মানসম্মত বীজ, সুষম সার ও বালাইনাশক, সময়মত ও পরিমিত সেচ প্রদান এবং অন্যান্য কৃষি উপকরণের যৌক্তিক ব্যবহারে সচেতনতা কাংখিত স্তরে উন্নীত হয়নি।

২.৮ চলতি মূলধনের অভাব: আধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত জাত, সুষম সার, সেচ ইত্যাদি ব্যবহার করে ফসল উৎপাদনের জন্য অধিক মূলধনের প্রয়োজন হয়। সীমিত সম্পদের অধিকারী ভূমিহীন ও বর্গাচাষী, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকগণ উৎপাদনশীল সম্পদ সংগ্রহ এবং উৎপাদন কাজে ব্যবহারের জন্য ব্যাংক ঋণ গ্রহণে প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিগত জটিলতার সম্মুখীন হয়।

২.৯ কৃষি যান্ত্রিকীকরণে ধীর গতি : সময়ের বিবর্তনে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমশ যন্ত্র নির্ভর হয়ে উঠছে। জমি চাষ, ধানসহ বিভিন্ন ফসলের সেচ ও মাড়াই কৃষি যন্ত্রপাতি নির্ভর হলেও প্রধান ফসল ধানের চারা উত্তোলন, চারা রোপণ, ফসল কর্তন, ফসল শুকানোসহ বড় ধরনের অনেক কাজই এখনও মানব শ্রমের ওপর নির্ভরশীল। মূলধনের অভাব, কৃষি যন্ত্রের উচ্চ মূল্য, জমির বন্ধুরতা, জমির ক্ষুদ্রায়তন, যন্ত্রপাতি চালনা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষ জনবলের অভাব ইত্যাদি কারণে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ এখনও কাংখিত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি।

২.১০ নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থায় ঘাটতি : কৃষি উৎপাদন ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনায় শিল্প ও নগর বর্জ্যসহ অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা দূষণ এবং ফলশ্রুতিতে জনস্বাস্থ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদসহ সামগ্রিক পরিবেশের ওপর হুমকি মোকাবিলা এখন বড় চ্যালেঞ্জ। ইতোমধ্যে কৃষি উৎপাদনে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) সহ বিভিন্ন উত্তম কৃষি পদ্ধতির ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশে উত্তম কৃষি পদ্ধতি (GAP) সার্টিফিকেট প্রদানে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের গতি বেশ ধীর।

২.১১ সমন্বিত সম্প্রসারণ সেবা প্রদানে ঘাটতি : খামার পর্যায়ে ফসল, প্রাণি ও মৎস্য উৎপাদনে কৃষকগণ কর্তৃক সমন্বিত ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করা হলেও সংশ্লিষ্ট সম্প্রসারণ বিভাগ/সংস্থাসমূহ আলাদাভাবে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে। সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্বিক কৃষি উন্নয়নের সাথে জড়িত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার অধীনে কর্মরত মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে।

২.১২ বাজার সংযোগ সৃষ্টি এবং কৃষিভিত্তিক ব্যবসায় ও বাণিজ্যে অনগ্রসরতা : সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডে উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর বিশেষ নজর দেয়া হলেও উৎপাদকদের সাথে বাজার সংযোগ সৃষ্টি, কৃষি পণ্যে ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি এবং কৃষিভিত্তিক ব্যবসায় ও কৃষি বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে ঘাটতি রয়েছে। তাছাড়া, বাজার ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তিসমৃদ্ধ প্ল্যাটফর্মের অভাব রয়েছে।

২.১৩ তৃণমূল পর্যায়ে পর্যাপ্ত কার্যকর আইসিটি ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা : তৃণমূল পর্যায়ে পর্যাপ্ত কার্যকর ও দক্ষ আইসিটি অবকাঠামো ব্যবস্থাপনার অভাবে এলাকাভিত্তিক ফসল উৎপাদনে কারিগরি তথ্য ও সেবা প্রদান, মাটি, পানি, চাষ প্রথা, মালিকানা এবং কৃষকের ডাটাবেজ তৈরির কাজ পিছিয়ে রয়েছে।

২.১৪ কৃষি শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ এর মধ্যে কাংখিত সমন্বয়ের অভাব : কৃষিশিক্ষা,গবেষণা ও সম্প্রসারণ এর মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ ও তথ্য বিনিময়ের স্বল্পতা এবং সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। বিশেষ করে শস্য, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য ক্ষেত্রে গবেষণা এবং সম্প্রসারণ সম্পর্ক জোরদার করার উদ্দেশ্যে প্রকল্প সহায়তায় বিভিন্ন স্তরে কমিটি গঠন করা হলেও নানাবিধ কারণে তা স্থায়িত্বশীল হয়নি। এই আন্তঃযোগাযোগ বা সমন্বয় বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রমও সীমিত। সামগ্রিক বা স্থানীয় পর্যায়ে আন্তঃযোগাযোগ এখনও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা সম্ভব হয়নি। কৃষি শিক্ষা-গবেষণা-সম্প্রসারণ যোগাযোগ নিবিড় না হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে যথাসময়ে প্রযুক্তি হস্তান্তর সম্ভব হচ্ছে না এবং দক্ষ সম্প্রসারণ ব্যবস্থা কার্যকর করা যাচ্ছে না।

২.১৫ সম্প্রসারণে অর্থ বরাদ্দ : সরকারি পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ সংস্থার কর্মকাণ্ড অনেকাংশে প্রকল্প নির্ভর। অপরদিকে রাজস্ব বরাদ্দের মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন অনেকটা সীমিত।

২.১৬ আন্তঃমন্ত্রণালয়/সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব : সার্বিক কৃষি উন্নয়নের সাথে জড়িত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার অধীনে কর্মরত মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে।

২.১৭ অস্থায়িত্বশীল কৃষক গ্রুপ/সংগঠন : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডসহ কৃষি সম্প্রসারণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা কৃষক সংগঠনের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড গ্রহণ করে থাকে। এ সকল সংস্থায় বিশেষ করে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প চলাকালীন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে পৃথক পৃথক গ্রুপ গঠন করে কাজ করার কারণে প্রকল্প সমাপ্তির পর গ্রুপ/সংগঠনগুলো স্থায়িত্ব লাভ করছে না। এতে কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানে সুনির্দিষ্ট এ্যাপ্রোচ গড়ে উঠছে না, ফলে এগুলো দীর্ঘমেয়াদী সুফল বয়ে আনতে সক্ষম হচ্ছে না।

০৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

রূপকল্প (Vision): নিরাপদ, টেকসই, বহুমুখী ও লাভজনক কৃষি।

অভিলক্ষ্য (Mission) : সকল শ্রেণির কৃষক ও উদ্যোক্তাদের চাহিদাভিত্তিক প্রযুক্তি ও তথ্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঘাত সহনশীল, পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ, টেকসই ও পুষ্টিসমৃদ্ধ লাভজনক ফসল উৎপাদন।

৩.১ মূল উদ্দেশ্য :

৩.১.১ খাদ্যশস্যসহ বিভিন্ন কৃষি পণ্যের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা এবং কৃষকের আয় বৃদ্ধি;

৩.১.২ শস্য বহুমুখীকরণ এবং নিরাপদ ও পুষ্টি সংবেদনশীল কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন;

৩.১.৩ প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং প্রতিকূল পরিবেশ ও জলবায়ু উপযোগী আধুনিক পরিবেশ বান্ধব সম্প্রসারণ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা;

৩.১.৪ খামার যান্ত্রিকীকরণ, কৃষি পণ্যের বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে কৃষকদের সহায়তা প্রদান;

৩.১.৫ চাহিদাভিত্তিক রপ্তানিমুখী এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ কৃষি শিল্পের প্রসার ও কৃষি বানিজ্যিকীকরণ এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করা;

৩.১.৬ অংশগ্রহণমূলক গবেষণা (Participatory Research) কাজে সহায়তা প্রদান;

৩.১.৭ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং জ্ঞানসমৃদ্ধ দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা।

৩.২ কৌশলগত উদ্দেশ্য :

- উত্তম কৃষি পদ্ধতি (Good Agricultural Practices) সম্প্রসারণের মাধ্যমে নিরাপদ ও পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদন, বিভিন্ন কৃষি পণ্যের উৎপাদন ও উৎপাদশীলতা বৃদ্ধি, শস্য বহুমুখীকরণ এবং ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে অংশীজনদের সহায়তা প্রদান;
- কৃষি আবহাওয়ার পূর্বাভাস সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক ফসল উৎপাদনে লাগসই প্রযুক্তি ও জ্ঞান ব্যবহার এবং বিকাশমান তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগে আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করে প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা;
- কৃষির বাণিজ্যিকীকরণে কৃষিভিত্তিক উৎপাদনমুখী কৃষক গ্রুপ গঠন করে কৃষকদের প্রশিক্ষণসহ বহুমুখী সম্প্রসারণ সেবা প্রদান এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি করে ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা গড়ে তোলা। সে লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি উৎস হতে অর্থের সংস্থানে সহায়তা প্রদানপূর্বক বিপণন সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- চর, উপকূলীয়, হাওর, পাহাড়ী, প্লাবন ভূমি ইত্যাদি বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এলাকায় বর্তমানে কৃষকের নিজস্ব চিন্তা-প্রসূত ও ব্যবহৃত প্রযুক্তির উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উপযোগী ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ;
- স্থায়িত্বশীল কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং বিকল্প লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঘাত মোকাবেলা;
- কৃষি বিষয়ক সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহের (শিক্ষা, গবেষণা, সম্প্রসারণ, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, বন ও পানিসম্পদ ইত্যাদি) সমন্বয়ের মাধ্যমে কৃষকের সার্বিক উন্নতি নিশ্চিতকরণ;
- নগর কৃষির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে কারিগরী সহায়তা প্রদান;
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সহযোগিতায় অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্টদের সহায়তাকল্পে সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে ফসলের নিবিড়তা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ;
- যুব ও মহিলা কৃষকদের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় অধিকতর অংশগ্রহণ উৎসাহিতকরণে প্রণোদনা প্রদান;
- সম্প্রসারণ সেবা দ্রুততম সময়ে প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষকদের মাঝে পৌঁছে দেয়ার জন্য বিকাশমান ই-কৃষি ও ইলেকট্রনিক প্রিন্ট মিডিয়ার ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ; এবং
- শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে কৃষিতে আগ্রহী করা ও নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সহায়তা করা।

০৪. কৃষি সম্প্রসারণের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

৪.১ কৃষি সম্প্রসারণের সংজ্ঞা

কৃষি সম্প্রসারণ হচ্ছে টেকসই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষক বা উদ্যোক্তাদের চাহিদাভিত্তিক তথ্য সেবা প্রদান এবং কৃষি সংক্রান্ত সমস্যার তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় গবেষণা উদ্ভূত জ্ঞান ও লাভজনক কৃষি প্রযুক্তি কৃষক/কৃষি উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষিত করে মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে কারিগরী জ্ঞানসমৃদ্ধ হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ও খামার ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে সেবা গ্রহীতাগণ নিজেদের জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।একই ধারাবাহিকতায় কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারজনিত সমস্যা (Feedback) সমাধানের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গবেষণা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সমাধানের পর পুনরায় প্রযুক্তি ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। সে হিসেবে সম্প্রসারণ একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। সাম্প্রতিককালে প্রযুক্তির প্রয়োগে টেকসই কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কৃষি বাজার সংযোগ, বাণিজ্যিক কৃষি, পরিবেশ সুরক্ষা, নারীর অংশগ্রহণ, সরবরাহ চেইন ও মূল্য সংযোজন ধারা উন্নয়ন, পারিবারিক পুষ্টি নিরাপত্তায় চালনির্ভর খাদ্য ধারা পরিবর্তন, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও গ্রহণ ইত্যাদি কৃষি সম্প্রসারণের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

৪.২ কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থা

বাংলাদেশে কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানে সরকারি/বেসরকারি/ব্যক্তি মালিকানাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। সরকারি পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। এছাড়া কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, কৃষি তথ্য সার্ভিস, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, ইত্যাদি সংস্থাও কাজ করে যাচ্ছে । পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা, বাণিজ্যিক ও তৃণমূল পর্যায়ে উপকরণ সরবরাহকারী সম্প্রসারণ কাজে নিয়োজিত।

৪.৩ সম্প্রসারণ পরিধি

- কৃষির বহুবিধ লক্ষ্য ও তৎসংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটানোর জন্য সরকারি, বেসরকারি এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহকে সম্প্রসারণ উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা প্রদান;
- সব শ্রেণির কৃষক যথা—ভূমিহীন চাষী, বর্গাচাষী, প্রান্তিক, ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং বড় কৃষক, বেসরকারি উদ্যোক্তা বিশেষ করে নারী এবং যুব সমাজকে সম্প্রসারণ সেবা প্রদান;
- কৃষকদের দোরগোড়ায় দক্ষ ও সমন্বিত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে বিকেন্দ্রীকরণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্ম এলাকায় সম্প্রসারণ কর্মী/সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগণ কৃষক ও কৃষি সংগঠনসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের কার্যকরভাবে পরামর্শ প্রদান;
- কৃষকের পেশাগত স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাসে সহায়তা প্রদান;

- কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডের মাধ্যমে কৃষকগণ যেন বিভিন্ন ধরনের সেবা সহায়তা পায়, যেমন-কৃষি ঋণ প্রাপ্তি, ন্যায্যমূল্যে গুণগত মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ ক্রয় ইত্যাদি বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বহুমুখী সম্প্রসারণধর্মী কৃষি বিষয়ক তথ্য ও সহযোগিতা প্রাপ্তি সহজপ্রাপ্য করা।

৪.৪ সম্প্রসারণ পদ্ধতি

- একক কিংবা দলীয়ভাবে কৃষকের সমস্যা এবং চাহিদা সম্প্রসারণ কর্মীর কাছে তুলে ধরতে উৎসাহ প্রদান করা হবে। চাহিদা মাফিক সেবা প্রদান জোরদার করার ক্ষেত্রে স্থানীয় সম্প্রসারণ কর্মীগণ, তথ্য প্রাপ্তি এবং পরামর্শ প্রদানের প্রাথমিক উৎস হিসেবে ভূমিকা রাখবে। এছাড়া বিভিন্ন প্রযুক্তির ওপর প্রদর্শনী, প্রশিক্ষণ, মেলা আয়োজন, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ, মাঠ দিবস, কৃষি বিষয়ক টেলিভিশন চ্যানেল, কমিউনিটি রেডিও এবং মোবাইল/ট্যাবে বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তি অ্যাপস (Apps) ব্যবহার ইত্যাদি অনুসরণে প্রযুক্তি হস্তান্তর করা;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে শীর্ষ থেকে নিম্নস্তরভিত্তিক কাঠামো ব্যবস্থাকে (top down) পরিবর্তন করে নিম্ন থেকে শীর্ষস্তর ভিত্তিক (bottom up) অংশীদারিত্বের প্রক্রিয়া/সম্পর্ক তৈরি করা যাতে কৃষক এবং সম্প্রসারণ কর্মী এক সাথে কাজ করতে পারে;
- বিরাজমান পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে গড়ে ওঠা স্থানীয় পর্যায়ে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ও জ্ঞানকে স্বীকৃতি প্রদান করা;
- অঞ্চলভিত্তিক কৃষি জলবায়ু উপযোগী প্রযুক্তি (জাত, উৎপাদন প্রযুক্তি, যান্ত্রিকীকরণ, পানি ব্যবস্থাপনা, কৃষি ব্যবসার উন্নয়ন, পুষ্টি, প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি)ও শস্য বিন্যাসের ভিত্তিতে চাষাবাদকে উৎসাহিত করা;
- পাহাড়ী, খরাপ্রবণ বরেন্দ্র, চরাঞ্চল, হাওর-বাঁওড়, বন্যাপ্রবণ, লবণাক্ত ও জলাবদ্ধ এলাকাসহ উপকূলীয় অঞ্চলসমূহের জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- মৌসুমব্যাপী ফসল উৎপাদন, বালাই ব্যবস্থাপনা, উত্তম কৃষি পদ্ধতি অবলম্বনে ফসল উৎপাদনের ওপর কৃষক মাঠ স্কুল পরিচালনা করা।

৪.৫ অংশীদারিত্ব

- কৃষি পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও রপ্তানিতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ে অংশীদারিত্বমূলক সম্প্রসারণ কর্মকান্ড এবং বহুমুখী সমবায়ভিত্তিক চাষ পদ্ধতিকে উৎসাহিত করা;
- ইউনিয়ন এবং উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের সহায়তায় সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন কর্মকৌশল গ্রহণ করা;
- সম্প্রসারণ, গবেষণা ও কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অংশীদারিত্বমূলক এবং বহুমুখী সমবায়ভিত্তিক কাজকে উৎসাহিত করা;

- কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহে কার্যকর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে একে অপরের সহায়ক হিসেবে কাজ করা;
- কৃষি পরিসংখ্যান প্রণয়ন ও সংরক্ষণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মধ্যে পারস্পরিক সহায়তা ও সমন্বয় জোরদারকরণ।

৪.৬ কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা

- খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবিকার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রধান খাদ্যশস্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে সহায়তা অব্যাহত রাখা এবং তা আরও জোরদার করা। উপরন্তু, কৃষকের আয় এবং কৃষিজাত পণ্যের বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে উচ্চ মূল্যের ফসল উৎপাদনে সহায়তা প্রদান;
- ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং পতিত জমিকে চাষের আওতায় আনার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ;
- খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শস্য বহুমুখীকরণে উদ্যোগ নেয়া;
- বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন-আমদানি নির্ভর ও রপ্তানি সম্ভাবনাময় ফসল উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষি শিল্প কারখানা স্থাপন ইত্যাদিতে সহজ শর্তে ঋণ,কারিগরী সহায়তা ও প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কৃষি ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র, প্রান্তিক, মধ্যম পর্যায়ের কৃষক এবং বর্গাচাষিদের অগ্রাধিকার প্রদান করে উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা;
- জমির টেকসই উৎপাদনশীলতা ও মাটির স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সমন্বিত উদ্ভিদ পুষ্টি ব্যবস্থাপনা (IPNS) অনুসরণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- প্রতিকূল জলবায়ু ও পরিবেশ অঞ্চলের জন্য উপযোগি ব্যবস্থার মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- সাশ্রয়ী সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ।

৪.৭ প্রতিকূল কৃষি জলবায়ু অঞ্চলের জন্য কর্মসূচি

- পাহাড়ী, খরাপ্রবণ বরেন্দ্র, চরাঞ্চল, হাওর-বাঁওড়, বন্যাপ্রবণ, লবণাক্ত ও জলাবদ্ধ এলাকাসহ উপকূলীয় অঞ্চলসমূহের জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
- উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষি উৎপাদনের প্রধান অন্তরায় পানি ব্যবস্থাপনা। বিপুল জনগোষ্ঠী লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা ও সুপেয় পানির সংকটে রয়েছে। বেড়ী বাঁধ বেষ্টিত এ অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ ও খামার পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সক্ষমতা অর্জন করে কৃষক গ্রুপ/সংগঠনের সহায়তায় ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি এবং উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদন ও কৃষকের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্প্রসারণ সেবা প্রদান। একইভাবে আকস্মিক/আগাম বন্যাপ্রবণ হাওর অঞ্চলের জন্য বিশেষ সম্প্রসারণ সেবা প্রদান এবং বিভিন্ন ভাষাভাষি জাতিগোষ্ঠী সমৃদ্ধ ও ভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্গম পাহাড়ী প্রতিকূল এলাকার জন্য প্রযুক্তি প্রয়োগ ও সম্প্রসারণে উন্নত ব্যবস্থাপনা গ্রহণ।

- যে কোনো দুর্যোগ এবং তৎপরবর্তী সময়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য তাৎক্ষণিক সহায়তাসহ স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ।
- আপদকালীন সময়ের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা এবং যে কোনো দুর্যোগের অব্যবহিত পরে পুনর্বাসন কর্মসূচি শুরু করার জন্য 'কৃষি দুর্যোগ মোকাবিলা তহবিল' গঠনের ব্যবস্থা নেয়া।
- কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত সকল তথ্য ও উপাত্ত কৃষির আগাম পূর্বাভাস প্রদানে ব্যবহারের লক্ষ্যে জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং সকল পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ সহায়তা গ্রহণ।
- অন্তঃ এবং আন্তঃ দেশীয় (Cross boundary) রোগ-বালাই ও পোকা-মাকড় বিস্তার রোধে একটি বিশেষ অতন্দ্র জরিপ কার্যক্রম (Survey and surveillance program) চালু করণ এবং এ বিষয়ে বীজ ব্যবস্থাপনা ও উদ্ভিদ সংগনিরোধ কার্যক্রম শক্তিশালী ও এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৪.৯ তথ্য ও যোগাযোগ

- কৃষি খাতে উন্নয়ন এবং পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কৃষি সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ কৃষকের শ্রেণিভিত্তিক তথ্য, দেশে বিদ্যমান সম্পদ, উপকরণ, প্রযুক্তি, উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা ইত্যাদি সব তথ্যের সমন্বয়ে ব্যবহার বান্ধব একটি সমন্বিত তথ্য ভান্ডার তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;
- কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে বিভিন্ন সময়ে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ থেকে অর্জিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ব্যবহারোপযোগী আকারে সংরক্ষণ করা এবং পরবর্তী পরিকল্পনা গ্রহণে এগুলো কাজে লাগানো;
- প্রত্যেক কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে আলাদা আলাদাভাবে অনলাইন ও অফলাইন হিসেবে ব্যবহারযোগ্য কৃষি প্রযুক্তি সম্বলিত অ্যাপস তৈরি করে সেগুলো কৃষি সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে সরবরাহ করা, সেগুলো সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক একটি প্রযুক্তি তথ্য ভান্ডার (hub) আকারে সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া;
- ভৌগোলিক নির্দেশক হিসেবে নিবন্ধন করার সুযোগ রয়েছে এমন ফসল/পণ্যের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা;
- কৃষি তথ্য এবং প্রযুক্তি প্রসারে অধিক সক্ষম করার লক্ষ্যে কৃষি তথ্য সার্ভিসসহ অন্যান্য মিডিয়াকে আধুনিকায়ন;
- মুদ্রণ ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমের সাহায্যে কৃষি তথ্য এবং প্রযুক্তি বিস্তার শক্তিশালীকরণের জন্য কৃষি তথ্য সার্ভিস, বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ বেতারসহ অন্যান্য বেসরকারি টিভি ও রেডিও চ্যানেলগুলোর মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করা;

- কৃষি বিষয়ক টেলিভিশন চ্যানেল, কমিউনিটি রেডিও এবং মোবাইল/ট্যাবে বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তি অ্যাপস (Apps) ব্যবহার উৎসাহিত করা;
- কৃষি সংক্রান্ত তথ্যের যথার্থতা যাচাই বাছাই করা যাতে সেবা গ্রহণকারী সঠিক তথ্য পান;
- সম্প্রসারণ কর্মী ও সেবাগ্রহীতার মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার উৎসাহিত করা।

০৫. কৌশলগত সম্প্রসারণ পরিকল্পনা

কৃষি সম্প্রসারণ নীতি বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ গ্রহণ করা হবে :

৫.১ অঞ্চলভিত্তিক চাহিদার আলোকে সম্প্রসারণ কর্মকৌশল নির্ধারণ : বিভিন্ন ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলে পরিবেশগত ভিন্নতার কারণে ফসল উৎপাদন ব্যবস্থায় ভিন্নতার পাশাপাশি গ্রামীণ জনগোষ্ঠী ভেদে দারিদ্র্য ও অপুষ্টির তারতম্য রয়েছে। তাই কৃষি পরিবেশ অঞ্চল, পরিবেশগত সমস্যা ও সম্ভাবনা, দারিদ্র ও অপুষ্টি ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে প্রয়োজন অনুযায়ী উপকূলীয়, বরেন্দ্র, হাওর ও পার্বত্য এলাকা, প্লাবন ভূমি, চর ও শহরাঞ্চলসহ বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যভিত্তিক সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদার করে এ নীতিমালা বাস্তবায়ন করা হবে।

৫.২ কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তাভিত্তিক সম্প্রসারণ সেবা : ভূমিহীন ও বর্গাচাষীসহ বিভিন্ন শ্রেণির কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তাদের সমস্যা, সম্প্রসারণ সেবার চাহিদা ও সক্ষমতার মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে চাহিদা অনুযায়ী সক্ষমতার ভিত্তিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করা হবে। সেবা গ্রহণকারীর চাহিদা নির্ধারণে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে। সেবা প্রদানে কৃষক গ্রুপসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

৫.৩ কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ : দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য অধিকতর জ্ঞানভিত্তিক কৃষি চর্চার মাধ্যমে খোরপোশ কৃষি থেকে বাণিজ্যিক কৃষি ব্যবস্থার ওপর গুরুত্বারোপ করা হবে। সে লক্ষ্যে উচ্চমূল্যের অধিক উৎপাদনশীল ফসল উৎপাদন, ফসল বহুমুখীকরণ, হাইড্রোপনিক ও গ্রীণ হাউজ কৃষি পদ্ধতি অনুসরণ, উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প সম্প্রসারণের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন ইত্যাদি বিষয়ের উপর জোর দেয়া হবে। লাভজনক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কৃষক ও উদ্যোক্তাদের ই-কমার্স কার্যক্রমে যুক্ত করতে সম্প্রসারণ সেবা জোরদার করা হবে।

৫.৪ উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান : এ নীতিমালায় সম্প্রসারণ কার্যক্রম নির্ধারণ, ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবায়নে কৃষক/কৃষক গ্রুপ/কৃষি উদ্যোক্তাদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা বিবেচনা করা হবে এবং যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করে তাদের উৎসাহিত করা হবে। সম্প্রসারণের আওতা বৃদ্ধির নিমিত্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণে সম্প্রসারণ কর্মী, কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তাদের অধিকতর অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করা হবে।

৫.৫ কৃষি পণ্যের মূল্য সংযোজন ধারা ব্যবস্থাপনায় উৎপাদনকারী সংগঠনের সক্ষমতার উন্নয়ন : কৃষিকে বাণিজ্যিকীকরণের উদ্দেশ্যে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, উৎপাদন খরচ হ্রাস, কৃষি পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন, ঝুঁকি ও দুর্যোগ মোকাবিলা, কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য অর্জনে কৃষক সংগঠনসমূহকে উৎপাদনকারী সংগঠন হিসেবে সংগঠিত করা হবে। এ উৎপাদনকারী সংগঠনসমূহ সক্রিয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে কৃষকদের সম্পদ, প্রযুক্তি ও বাজারের সুবিধা প্রাপ্তি এবং সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে উৎপাদনের সকল স্তরে অধিকতর সহায়তা করতে পারবে।

৫.৬ টেকসই কৃষক গ্রুপ/সংগঠন : স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে কৃষক গ্রুপ/সংগঠনসমূহ মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। সেজন্য প্রয়োজনানুযায়ী পণ্য/ফসল/কর্মকাণ্ডভিত্তিক কৃষক গ্রুপ/সংগঠন তৈরি করা হবে। স্থায়িত্বশীল সংগঠন তৈরির লক্ষ্যে প্রত্যেক গ্রুপের পরিচিতির জন্য ডিজিটাল কোড ব্যবহার করা হবে। সংগঠনসমূহকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় আনার ব্যাপারে নীতিমালা প্রণয়নেও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫.৭ সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে গুরুত্বারোপ : উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি এবং পুষ্টি ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হলে ফসল, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও বনজ সম্পদের সমন্বিত উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণের পাশাপাশি বিদ্যমান খামারসমূহে কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তাদেরকে উন্নততর প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদানে গুরুত্ব দেয়া হবে। এতে উপখাতসমূহ পারস্পরিকভাবে লাভবান হবে। সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থা যথা-বসতবাড়িতে সবজি ও ফলবাগান সৃজন, উন্নত শস্য বিন্যাসের ব্যবহার, মাশরুম চাষ, সামুদ্রিক শৈবাল (Seaweed) চাষ, ধান ক্ষেতে মাছ ও হাঁস চাষ, মৌ পালন এবং কৃষি ও সামাজিক বনায়ন, উন্নতমানের জৈব সার উৎপাদন, বিভিন্ন ফসলের উন্নতমানের চারা উৎপাদন, ইত্যাদি সমন্বিত উৎপাদন পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত হবে। সে লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট সংগঠন যেমন-পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপ, আইপিএম ও আইসিএম ক্লাব, কৃষক সমবায় সমিতিসহ অন্যান্য কৃষিভিত্তিক সংগঠন ও সংস্থার সাথে সম্প্রসারণ কর্মীগণ একযোগে কাজ করবে।

৫.৮ সম্প্রসারণ কর্মীদের সহযোগিতামূলক সেবা পদ্ধতি অবলম্বন : প্রচলিত উপদেশ ও নির্দেশনামূলক কর্মধারার পাশাপাশি সহযোগিতা ও অংশগ্রহণমূলক এবং ব্যবহারিক সম্প্রসারণ কর্মধারা অবলম্বন করা হবে, যাতে কৃষক অধিকতর উদ্যোগী হয়ে কৃষি উৎপাদন কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে। এজন্য তৃণমূল পর্যায় থেকে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও অগ্রাধিকার নিরূপণের মাধ্যমে চাহিদাভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি শক্তিশালী করা হবে।

৫.৯ ই-কৃষি কার্যক্রম অগ্রায়ন : কৃষি সম্প্রসারণ ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় সম্ভাব্য সবক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রচলিত পদ্ধতি বাস্তবায়নে ই-কৃষি সেল, কল সেন্টার স্থাপনসহ সকল ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কৃষি বিষয়ক প্রতিবেদন ও অনুষ্ঠানাদি প্রচার কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হবে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ফেইসবুকভিত্তিক কৃষি বিষয়ক গ্রুপসমূহকে সংগঠিত ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করে যথাযথ কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানে সম্পূরক শক্তি হিসেবে কাজে লাগানো হবে। কৃষকদের প্রত্যাশিত সেবা দ্রুততর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের আধুনিক প্রযুক্তির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে, যাতে কৃষকরা নিজেরাই সহজে ই-কৃষি সেবা গ্রহণের সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। একটি কেন্দ্রীয় ডিজিটাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম দ্বারা সকল তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে উন্নত সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৫.১০ জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য বিধান : জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতির প্রবণতার সাথে উন্নত ও স্থানীয় প্রযুক্তির অভিযোজন এবং পরিবেশ সুরক্ষায় দীর্ঘমেয়াদি দুর্যোগ সহনশীল কলাকৌশল প্রয়োগ বৃদ্ধি করা হবে।

৫.১১ সামাজিক নিরাপত্তা সুরক্ষা : যে কোনো প্রতিকূল অবস্থায় কৃষকদের জন্য কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচিসহ বিভিন্ন ধরনের সহায়তা কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। কৃষিভিত্তিক জীবন ব্যবস্থায় প্রতিকূল অবস্থার কারণে সৃষ্ট অভিবাসন নিরুৎসাহিতকরণে নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

৫.১২ বিশেষায়িত সম্প্রসারণ সেবা : উচ্চমূল্য ফসল আবাদ, নিরাপদ ফসল উৎপাদন, নগর কৃষি, জৈব কৃষি, হাইড্রোপনিক্স, পলি হাউজ/গ্রীণ হাউজে ফসল চাষ, সংরক্ষণ কৃষি, নতুন ফসল, ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষি ব্যবসায় নিয়োজিত নারী, যুবক, প্রতিবন্ধী কৃষক, ভূমিহীন ও বর্গাচাষীসহ সকল শ্রেণির কৃষকদের চাহিদানুযায়ী বিশেষায়িত সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করা হবে। আধুনিক কৃষি উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার সকল স্তরে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপযুক্ত সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণের উপর জোর দেয়া হবে।

৫.১৩ গুণগতমান নিশ্চিতকরণ : দেশীয় বাজার ও রপ্তানির জন্য ফসলের উৎপাদন এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে উত্তম কৃষি পদ্ধতি (Good Agricultural Practices) প্রয়োগ উৎসাহিত করা হবে। উত্তম কৃষি পদ্ধতি'র নিরীক্ষা কার্যক্রম ও প্রত্যয়ন (Certification) ব্যবস্থা গড়ে তোলা; উৎপাদিত কৃষি পণ্যে বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ পরীক্ষা এবং ক্ষতিকারক জীবাণু ও বালাইয়ের উপস্থিতি ইত্যাদি পরীক্ষার নিমিত্ত পরীক্ষাগার স্থাপনসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ; উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিপণনকালে জীবাণু এবং রোগবালাই মুক্তকরণে (Sanitary & Phytosanitary Measure) উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পদ্ধতির আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ; আমদানি ও রপ্তানি বাজারের চাহিদা অনুযায়ী সংগনিরোধ সেবা শক্তিশালীকরণ এবং উৎপাদনে রাসায়নিক সার ও বালাইনাশকের যৌক্তিক ব্যবহারের পাশাপাশি চাহিদা অনুযায়ী জৈব কৃষি জনপ্রিয় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫.১৪ আবহাওয়ার তথ্য উপাত্ত ফসল উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যবহার : কৃষি আবহাওয়ার তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে আবহাওয়াজনিত দুর্যোগ ও ফসলে বালাইয়ের প্রাদুর্ভাব বিষয়ে আগাম পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। সে লক্ষ্যে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপনসহ অবকাঠামো ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা হবে।

৫.১৫ কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডে রাজস্ব খাতে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি : আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি জনপ্রিয়করণ ও বিস্তারে কৃষি বিষয়ক মেলা অনুষ্ঠানসহ সম্প্রসারণ সেবা জোরদারকরণে রাজস্ব খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫.১৬ গবেষণা-সম্প্রসারণ সমন্বয় জোরদারকরণ : সম্প্রসারণ সেবা কার্যকর করতে গবেষণা সম্প্রসারণ সংযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয়, আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গবেষণা-সম্প্রসারণ যোগাযোগ ও সমন্বয় জোরদার করা হবে। এ লক্ষ্যে ইতোপূর্বে শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত কমিটিগুলোর অভিজ্ঞতা ব্যবহার করা হবে। সুষ্ঠু ও সময়োপযোগী কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থার উন্নয়নে গবেষণা কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করা হবে। পাশাপাশি কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংযোগ/সমন্বয় সাধন, জ্ঞান ও তথ্য বিনিময়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এ সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর টেকসই মডেল গ্রহণ করা হবে। তাছাড়া, গবেষণা-সম্প্রসারণ সংযোগ সুদৃঢ় করে ধারাবাহিকতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।

৫.১৭ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় : দ্বৈততা পরিহার এবং কৃষি উপকরণ (মানসম্পন্ন বীজ, চারা/কলম, সার, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) উৎপাদন, আমদানি, সংরক্ষণ, বিতরণ, বিপণন ও ব্যবহার যথাযথ করার লক্ষ্যে কৃষির সকল ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারী সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠান/ সংস্থাসমূহের সমন্বয় জোরদার করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে বিভিন্ন স্তরে অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সামর্থকে সম্প্রসারণ সেবার কাজে লাগানো হবে।

৫.১৮ আন্তর্জাতিক কৃষি সংস্থার সাথে সমন্বয় : কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কৃষি বিষয়ক সংস্থা ও গবেষণা সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা ও নিবিড় যোগাযোগের ভিত্তিতে কারিগরি জ্ঞান বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করা ও বাস্তবায়নে গুরুত্বারোপ করা হবে।

৫.১৯ কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড ব্যবহারে গুরুত্বারোপ : প্রকৃত কৃষক পরিচিতিসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট সব কাজে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড ব্যবহারে গুরুত্বারোপ করা হবে।

৫.২০ মাটির টেকসই স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা : ফসলী জমির টেকসই স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। মাটির স্বাস্থ্য বিনষ্ট হয় এমন কার্যক্রম নিরুৎসাহিতকরণে আন্তঃমন্ত্রণালয় ও আন্তঃবিভাগীয় সহযোগিতা জোরদারকল্পে টাস্কফোর্স গঠন করা হবে। পরিবেশ ও মাটির ক্ষতি করে এমন চাষ পদ্ধতি বা উপকরণের পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণসহ সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫.২১ কৃষি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার রোধকরণ : একাধিক ফসল উৎপাদিত হয় এরূপ উর্বর ও উৎপাদিকা শক্তিসম্পন্ন জমি সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।

৫.২২ আমদানি নির্ভরতা হ্রাস ও রপ্তানিমুখী কৃষি উৎসাহিতকরণ : মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে অধিক পরিমাণে আমদানি করতে হয় এমন কৃষিপণ্য স্থানীয়ভাবে উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব অব্যাহত রাখা হবে। পাশাপাশি দেশীয় চাহিদা ও রপ্তানির জন্য সম্ভাবনাময় যেমন- ফুল, ফল, সবজি, মসলা, কাজু বাদাম (Cashew nut), কফি, মাশরুম, সামুদ্রিক শৈবাল (Seaweed) ইত্যাদি ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সরকারি-বেসরকারি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে রপ্তানিমুখী ফসল উৎপাদন জোন স্থাপনসহ চুক্তিবদ্ধ খামার পদ্ধতি (Contract farming) নিশ্চিতকরণে বিভিন্নমুখী সহায়তা প্রসারিত করা হবে।

৫.২৩ জিআইএস ও রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি এবং জিও স্পেসিয়াল ডাটাবেজের ব্যবহার : ফসলের আবাদি জমির পরিমাণ ও আগাম ফলন নির্ণয়, ফসলের সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা অর্জনের জন্য জিআইএসভিত্তিক ক্রপ জোনিং/ভূমির উপযোগিতা অনুসারে ফসল উৎপাদন, প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ এলাকার Hazard mapping তৈরি করে সে অনুযায়ী অঞ্চলভিত্তিক আধুনিক প্রযুক্তিগত সেবা প্রদান, অতন্দ্র জরিপ কার্য সম্পাদনে ফসলের পোকামাকড় ও রোগবালাই আক্রান্ত এলাকা শনাক্তকরণ ও ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের (বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ইত্যাদি) মোকাবেলা করা হবে। এছাড়া, মাঠ পর্যায়ের সম্প্রসারণ কর্মীদের Spatial and temporal data ব্যবহারের লক্ষ্যে রিমোট সেন্সিং ও জিআইএস প্রযুক্তির ওপর প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৫.২৪ পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থা জোরদারকরণ : প্রাকৃতিক সম্পদ তথা জীব বৈচিত্র্য, মাটি, পানি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদানের স্বাভাবিক অবস্থা ক্ষুণ্ন হতে পারে এমন কার্যক্রম নিরুৎসাহিত করা হবে। পাশাপাশি জীবপ্রযুক্তি প্রসারের ক্ষেত্রে জীব নিরাপত্তা বিষয়ক নিয়ম কানুন প্রয়োগ করা হবে। এ লক্ষ্যে সংরক্ষণ কৃষি (কর্ষণবিহীন/স্বল্পচাষ, ফসলের অবশিষ্টাংশ মাটিতে জৈব পদার্থ হিসেবে ব্যবহার, শস্য পর্যায় অনুসরণ, মালচিং, গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসে কার্যক্রম ইত্যাদি), সমন্বিত বালাই ও ফসল ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত উদ্ভিদ পুষ্টি ব্যবস্থাপনা, জীবাণু সার ব্যবহার, সৌর শক্তি ব্যবহার, ভূ-পরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি, সেচ সাশ্রয়ী ফসল চাষ সম্প্রসারণ,বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার, জৈব কৃষি এবং উত্তম কৃষি পদ্ধতি (GAP) ইত্যাদি অনুসরণ করে টেকসই কৃষি ও সবুজ প্রবৃদ্ধি অর্জনের ওপর গুরুত্ব দেয়া হবে।

৫.২৫ কৃষি যান্ত্রিকীকরণ : স্থানীয় পর্যায়ে চাহিদাভিত্তিক কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হবে। এ লক্ষ্যে স্থানীয় যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারকদের উৎসাহিতকরণে নানামুখী সহায়তামূলক কার্যক্রম গ্রহণসহ যন্ত্রপাতি-নির্ভর উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা হবে। দেশী-বিদেশী যন্ত্রপাতির গুণগতমান প্রমিতকরণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তাছাড়া, কম শ্রমঘন স্থায়িত্বশীল যন্ত্রনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কৃষক পর্যায়ে উদ্দীপনামূলক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ জোরদার করা হবে। এ লক্ষ্যে সম্প্রসারণ কার্যক্রমে দক্ষ জনবল ও সক্ষম অবকাঠামো তৈরি করা হবে।

৫.২৬ কৃষি কাজে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার সীমিতকরণ : শুষ্ক মৌসুমে সেচকাজে অধিকহারে ও অপরিকল্পিতভাবে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের কারণে পানির স্তর আশংকাজনকভাবে ক্রমাগত নিচে নেমে যাওয়ায় পরিবেশ হুমকির সম্মুখীন। এ অবস্থা মোকাবেলায় ভূ-উপরিস্থ পানির উৎস বৃদ্ধিসহ দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্বারোপ করা হবে। তাছাড়া, সেচকাজে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনে বিদ্যমান নীতি কাঠামো অনুসরণ করা হবে।

৫.২৭ পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ : খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন ও অধিকতর পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার যোগানের নিমিত্ত দানাদার ফসলের উৎপাদনের পাশাপাশি উদ্যান ফসল সম্প্রসারণ যেমন- শাক-সবজি, ডাল, তেল, ফলমূল, মৌ-চাষ এবং সামুদ্রিক শৈবাল ইত্যাদি চাষের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হবে। এসকল ফসল চাষ জোরদারকরণে প্রয়োজনীয় বীজ/চারা/কলম সহজলভ্য করাসহ সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৫.২৮ কৃষি শিল্পের ব্যাকওয়ার্ড ও ফরোয়ার্ড লিংকেজ জোরদারকরণ : ক্রমোন্নতিশীল কৃষি শিল্পে চাহিদা নিরূপণ করে কাঁচামালের যোগান এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় ব্যাকওয়ার্ড ও ফরোয়ার্ড লিংকেজ স্থাপনে তথ্য, ঋণ, প্রণোদনা ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হবে।

৫.২৯ কৃষি ঋণ : আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার, বিপণন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প সম্প্রসারণে কৃষক ও উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করা হবে।

৫.৩০ কৃষিক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের তহবিল ব্যবহার : স্থানীয় সরকার তথা জেলা (পার্বত্য জেলাসহ), উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ নানামুখী উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদিত কৃষি পণ্য বাজারজাতকরন সহজসাধ্য করার লক্ষ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ভরাট হয়ে যাওয়া খাল-নদী খনন/পুনঃখনন করে ভূউপরিস্থ পানির সংরক্ষণ আধার তৈরিসহ সামগ্রিক কৃষি উন্নয়নে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের তহবিল ব্যবহারের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হবে ।

৫.৩১ কৃষি বনায়ন ও সামাজিক বনায়ন : ফলদ (মৌসুমী ও অমৌসুমী যেমন-বছরব্যাপী ফলদানকারী গাছ এবং Off season আম/কাঁঠাল ইত্যাদি) ও বনজ বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে কৃষি বনায়ন ও সামাজিক বনায়ন পদ্ধতির স্থায়িত্বশীল ব্যবহার জোরদার করা হবে।

৫.৩২ কৃষি পর্যটন : বহুকাল থেকে খুলনার সুন্দরবন, মধুপুরের বন, কুমিল্লার শালবন বিহার, সিলেটের রাতারগুল, পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ি বন ইত্যাদি সৌন্দর্য পিপাসু মানুষকে আকর্ষণ করছে। চিত্তবিনোদনের সাথে সাথে বিভিন্ন প্রকার কৃষি প্রযুক্তিনির্ভর নান্দনিক কার্যক্রম (যেমন-জলাবদ্ধ এলাকায় ভাসমান বেডে সবজি চাষ ইত্যাদি) গ্রহণ করে কৃষি পর্যটনকে সমৃদ্ধ করা হবে।

৫.৩৩ কৃষিপণ্যের ব্র্যান্ডিং : পার্বত্য এলাকার জুমিয়াদের বিন্নি ধানসহ স্থানীয় বিভিন্ন ধরনের ফল ও সবজি পুষ্টি ও স্বাদে সমৃদ্ধ। এগুলোসহ চাপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর ও সাতক্ষীরা ও রাজশাহীর আম ও কাটোয়া (ডাঁটা), নরসিংদীর লটকন, ঝালকাঠির পেয়ারা, বরিশালের আমড়া, দিনাজপুরের কাটারীভোগ চাল, সোনামুগ ও লিচু, কিশোরগঞ্জের রাতাশাইল চাল, সিলেটের সাতকড়া ও জারা লেবু, চট্টগ্রামের দো-হাজারী আলু, শরিয়তপুরের কালিজিরা ইত্যাদি ব্র্যান্ডিং করে বাজার সংযোগ উন্নয়নের মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ভোক্তাদের নিকট জনপ্রিয় করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৫.৩৪ দক্ষতা ও সক্ষমতার উন্নয়ন

৫.৩৪.১ কৃষক : উন্নত চাষাবাদ, উন্নতমানের বীজ ও অন্যান্য কৃষি উপকরণের সঠিক ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা, নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবিলাসহ সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫.৩৪.২ কৃষক গ্রুপ ও কৃষি উদ্যোক্তা : কৃষিকে বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য অর্জনে কৃষক গ্রুপ ও কৃষি উদ্যোক্তাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। টেকসই, নিরাপদ ও পুষ্টিমানসমৃদ্ধ কৃষি উৎপাদন প্রযুক্তি, প্রক্রিয়াজাতকরণ, ভ্যালু ও সাপ্লাই চেইন উন্নয়ন, মূলধন গঠন, উৎপাদন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ, বাজার সংযোগ ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও সক্ষমতা উন্নয়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫.৩৪.৩ সম্প্রসারণ কর্মী : কৃষক ও কৃষক সংগঠন (আইপিএম ক্লাব, FFS, ICM ইত্যাদি) এবং কৃষি উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ, কৃষি পরিকল্পনা তৈরি, আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও ব্যবহার, ই-কৃষির বিভিন্ন অ্যাপস ব্যবহার, যান্ত্রিকীকরণ, ভ্যালু ও সাপ্লাই চেইন; পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ ও পুষ্টিমানসমৃদ্ধ কৃষিপণ্য উৎপাদন প্রযুক্তি; ভেজালমুক্ত কৃষি উপকরণ সনাক্তকরণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ; জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা; অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে কৃষি উদ্যোক্তা, সংগঠন ও কৃষকের সংযোগ স্থাপন; বাজার সংযোগ, অনলাইনে সেবা প্রদান, অফিস ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সমসাময়িক বিষয়ের ওপর সম্প্রসারণ কর্মীদের দক্ষতা ও সক্ষমতার উন্নয়নে বিশেষ জোর দেয়া হবে। বিভিন্ন শ্রেণির কৃষকদের সংগঠিত করে সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের জন্য আর্থ-সামাজিক ও সাংগঠনিক বিষয়াদির ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। প্রতিকূল অঞ্চলের কৃষি ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ভিন্নতার কারণে সম্প্রসারণ কর্মীদের সংশ্লিষ্ট এলাকায় নিয়োগের পূর্বে প্রশিক্ষণ বা ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করা হবে।

৫.৩৪.৪ প্রতিষ্ঠান পর্যায় : কৃষি বিষয়ে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ সম্প্রসারণ কর্মী গড়ে তোলার জন্য দেশে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহে সমসাময়িক বিষয়ের ওপর প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন। একইসাথে বিশ্ববিদ্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে যুগোপযোগী পাঠ্যসূচি আবশ্যক। বৈশ্বিক ও দেশীয় প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশের প্রেক্ষিতে স্থানীয় পর্যায়ে প্রযুক্তিভিত্তিক কৃষি উপকরণ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জন করে সে সব প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনার নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। সম্প্রসারণ কর্মীদের দক্ষ সেবা প্রদানে সক্ষমতার উন্নয়ন ঘটাতে এসকল প্রতিষ্ঠানে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের জনবল সৃষ্টি ও পাঠ্যসূচি আধুনিকায়ন করার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হবে। কৃষি সম্প্রসারণ সেবাকে আরো গতিশীল ও যুগোপোযোগী করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ATI) সমূহের পাঠ্যসূচি আধুনিকীকরণ করা হবে। একইসাথে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমীর (NATA) নিজস্ব জনবল বৃদ্ধিসহ এসকল প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের ওপর জোর দেয়া হবে।

মানসম্মত বীজ, চারা/কলম উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রত্যয়ন ও বিপণন কার্যক্রমের সাথে জড়িত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত কারিগরি কর্মকর্তাসহ এসকল প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ফলপ্রসু সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সমন্বয় জোরদার করা হবে এবং বিদ্যমান নার্সারী গাইডলাইনস এর আলোকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫.৩৫ কৃষি ক্লিনিক, RTC ও কৃষি বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে সেবা প্রদান : কৃষি ক্লিনিকে প্রযুক্তি বিস্তার এবং রোগবালাই ও পোকা-মাকড় থেকে ফসল রক্ষা বিষয়ক প্রয়োগমুখী সেবা প্রদানের ওপর জোর দেয়া হবে। তাছাড়া, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ সেবা সম্প্রসারণে Rural Technology Centre (RTC) স্থাপন এবং কৃষকের দোরগোড়ায় গ্রোথ সেন্টার স্থাপন করে মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ ও কৃষি যন্ত্রপাতি প্রাপ্তি সহজলভ্য করার কার্যক্রম উৎসাহিত করা হবে।

৫.৩৬ আমার গ্রাম আমার শহর : কৃষকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রাম এলাকায় শহর এলাকার মত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির নিমিত্ত কৃষি প্রযুক্তি নির্ভর আয় বৃদ্ধির সহায়ক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তাদের কৃষি কাজে উৎসাহ প্রদান এবং কৃষিতে টেকসই সমৃদ্ধি আনয়নের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সেজন্য গ্রাম পর্যায়ে কৃষি ও পল্লী উন্নয়নবান্ধব অবকাঠামো তৈরি এবং কৃষক পর্যায়ে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের সরঞ্জামাদি সরবরাহসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট সকল প্রাতিষ্ঠানিক সেবা প্রাপ্তির সুযোগ সম্প্রসারণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫.৩৭ সুবিন্যস্তকরণ, সাদৃশ্য বিধান ও সমন্বয় সাধন : বাংলাদেশের টেকসই খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং নিরাপদ খাদ্যের যোগান, সহজলভ্যতা ও ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নীতিমালা ও কর্মপ্রয়াসের সাথে সম্প্রসারণ কার্যক্রম সমন্বয়, সুবিন্যস্ত ও প্রয়োজনমাফিক সাদৃশ্য বিধান করা হবে।

৫.৩৮ সম্প্রসারণ সেবার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি ও গুণগত মানোন্নয়ন : কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রত্যাশীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার ধরন, চলমান প্রযুক্তির কার্যকারিতা যাচাই এবং সম্প্রসারণ সেবার গুণগত মান ও গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করে কৃষি সম্প্রসারণ নীতিকে আরো যুগোপযোগী করার স্বার্থে মাঠভিত্তিক তথ্যানুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫.৩৯ কৃষি সম্প্রসারণ নীতি বাস্তবায়ন কার্যক্রম সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও গবেষণা : কৃষি সম্প্রসারণ নীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তাসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট দেশীয় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে। তাই এসকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় এবং কর্মকান্ড বাস্তবায়ন বিষয়ে পরিবীক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে সমস্ত কর্মকান্ডে একাধিক সংস্থা জড়িত সে সব ক্ষেত্রে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সমন্বয় করা হবে। সে লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের সভায় তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হবে। সম্প্রসারণ সেবাদান পদ্ধতি, আন্তঃপ্রাতিষ্ঠনিক বিশেষ করে গবেষণা-সম্প্রসারণ সংযোগ ও সমন্বয়, প্রযুক্তি ব্যবহারের আর্থসামাজিক দিক ও উপযোগিতা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণাধর্মী কর্মকান্ডকে উৎসাহিত করা হবে। নীতিমালার আওতায় কর্মকান্ডগুলোর লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক অর্জনসমূহ তৃণমূল থেকে কেন্দ্রিয় পর্যায়ে পরিবীক্ষণ করা হবে। লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক এবং সংস্থাওয়ারী অগ্রগতি পরিবীক্ষণে কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। "জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি-২০২০" বাস্তবায়নে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর একটি কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা (Strategic Plan) প্রণয়ন করবে।

৫.৪০ নীতির অনুবাদ, ব্যাখ্যা প্রদান, সংশোধন ও পরিমার্জনের এখতিয়ার : জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি-২০২০ কার্যকর করার পর সরকারি গেজেট প্রকাশ দ্বারা ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ সরকার প্রকাশ করতে পারবে এবং ইংরেজীতে অনূদিত পাঠে কোন বিভ্রান্তি/অসামঞ্জস্যতা দেখা দিলে বাংলায় প্রণীত নীতি গ্রহণযোগ্য হবে। এ নীতির বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা প্রদান, সংশোধন বা পরিমার্জন করার ক্ষমতা কৃষি মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারভুক্ত থাকবে। 'জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি-২০২০' প্রকাশের সাথে সাথেই 'নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি-১৯৯৬' বিলুপ্ত হবে।

০৬. উপসংহার

বিভিন্ন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি কৃষক ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং কৃষকের আয় বৃদ্ধি তথা খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের জন্য একটি কার্যকর বহুমুখী ও বাণিজ্যিক কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থা অপরিহার্য। আর সম্প্রসারণ ব্যবস্থাকে সরকারের কৌশলগত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও গতিধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখতে প্রয়োজন একটি সময়োপযোগী জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ফসল আবাদের ধারায় পরিবর্তন, কৃষি বাণিজ্য এবং বিদ্যমান বিভিন্ন নীতি ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতিটি প্রণয়ন করা হয়েছে। সামগ্রিক কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কার্যকর সমন্বয় ও সহযোগিতায় একটি লাভজনক ও বাণিজ্যিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এ নীতিমালা ভূমিকা রাখবে। আশা করা যায়, সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী সম্প্রসারণ সেবা প্রদানে এটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

শব্দ সংক্ষেপ

অ্যাপস (Apps)	:	Applications
ATI	:	Agricultural Training Institute
বিবিএস (BBS)	:	Bangladesh Bureau of Statistics.
সিআইজি (CIG)	:	Common Interest Group
ই-কৃষি (e-Krishi)	:	Electronic Krishi
FAO	:	Food and Agriculture Organization
এফএফএস (FFS)	:	Farmer Field School
GAP	:	Good Agricultural Practices
জিআইএস (GIS)	:	Geographical Information System
আইসিএম (ICM)	:	Integrated Crop Management
আই পি এম (IPM)	:	Integrated Pest Management
আইপিএনএস (IPNS)	:	Integrated Plant Nutrient System
আইওটি (IOT)	:	Internet of Things
এনএইপি (NAEP)	:	New Agricultural Extension Policy
এনএটিএ (NATA)	:	National Agricultural Training Academy
এনজিও (NGO)	:	Non Governmental Organization
RTC	:	Rural Technology Centre
এসডিজি (SDG)	:	Sustainable Development Goals
টিএন্ডভি (T&V)	:	Training & Visit

বাঃসঃমুঃ-২০১৯-২০/৬৫৯৫ কম(ডি)-২,০০০ বই-২০২০।